৩১/৭/২০০১

দৈনিক [illegible]

তারিখ .... পৃষ্ঠা ৮ ...... কলাম ৭ ......

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অব্যবহৃত ২ লাখ উত্তরপত্র গায়েব তদন্ত কমিটি গঠন

কামাল পারভেজ, চট্টগ্রাম অফিস ॥ চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের স্টোররুমে রক্ষিত এসএসসি ও এইচএসসির অব্যবহৃত প্রায় ২ লাখ উত্তরপত্র এবং ২৮ হাজার নৈর্ব্যক্তিক, ও এমআর ফরমের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। সংঘবদ্ধ একটি চক্র গত ছ'বছরে পর্যায়ক্রমে সুকৌশলে এসব উত্তরপত্র লোপাট করেছে। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবার পর তোলপাড় চলছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ঘটনা তদন্তে গঠন করেছে তিন সদস্য বিশিষ্ট এক কমিটি।

বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর আহমদ হোসেন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে সোমবার জনকণ্ঠকে বলেছেন, তদন্ত চলছে। রিপোর্ট পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি জানান, তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বের সময় গুলোতেও এ ঘটনা ঘটেছে।

দায়িত্বশীল একটি সূত্রে জানা গেছে, '৯৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত বছর পর্যন্ত চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে স্টোররুমে কোন ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হয়নি। তখনকার প্রশাসন রহস্যজনকভাবে এ কাজটি করেনি। অথচ প্রতি মাস বা বছরে স্টোররুমে রক্ষিত প্রয়োজনীয় মালামালের মান যাচাই জরুরী। কিন্তু তা না হওয়ায় বোর্ডে সক্রিয় একটি দুর্বৃত্ত চক্র সুকৌশলে তাদের কাজ সম্পন্ন করে। পর্যায়ক্রমে লোপাট করে দেয় প্রায় ২ লাখ উত্তরপত্র। তন্মধ্যে এসএসসির অব্যবহৃত উত্তরপত্র রয়েছে দেড় লাখ। বাকি ৫০ হাজারের মতো রয়েছে এইচএসসির খাতা। এ ছাড়া আরও ২৮ হাজার ওএমআর, নৈর্ব্যক্তিক ও অন্যান্য সিট সরিয়ে নেয় চক্রটি।

সূত্রে জানানো হয়, বোর্ডে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় দুর্বৃত্ত চক্রের সহায়তায় জালিয়াত চক্র এসব মাল গায়েব করেছে। এসব উত্তরপত্র ব্যবহৃত হবে জালিয়াতির কাজে। বলা প্রয়োজন, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে এর আগে মেধা কেলেঙ্কারি, সার্টিফিকেট জালিয়াতির মতো ঘটনা ঘটেছে একাধিক। এবার ঘটল অব্যবহৃত উত্তরপত্র ও নৈর্ব্যক্তিক ফরম লোপাটের ঘটনা। ঘটনাটি ফাঁস হয়ে যায় বোর্ড চেয়ারম্যান স্টোররুম ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করার পর। প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা যায়, মালামাল রেজিস্ট্রেশন খাতা, স্টোররুমে তালিকার এবং জমা দেয়ার কাগজপত্রের মধ্যে বিস্তর ফাঁরাক। স্টোররুমে জমা থাকার কথা প্রায় ৫ লাখ উত্তরপত্র। কিন্তু আছে ৩ লাখের মতো। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলোতে আসল সংখ্যা ফ্লুয়িড দিয়ে মুছে পছন্দই অর্থাৎ বাস্তবতার চেয়ে অনেক কম সংখ্যা লিখা হয়। যেমন এক জায়াগায়ে দেড় লাখের স্থানে লেখা হয়েছে মাত্র ৩ হাজার এমন গরমিলের প্রেক্ষিতে বোর্ড চেয়ারম্যানের সন্দেহ হলে তিনি তা খতিয়ে দেখেন। পরে একজন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে দেন ঘটনাটি তদন্তের জন্য। কমিটি তাদের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে রিপোর্ট পেশ করা হবে বলে জানা গেছে। এ চাঞ্চল্যকর ঘটনা নেপথ্য কুশীলবদের শনাক্ত সম্পর্কে বোর্ড চেয়ারম্যান অবশ্য বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি।